SEM-II
PLSA-CC-3
MOD-2

রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা

(৩০০শব্দের মধ্যে) Marks - 10

সংবিধানে রাজ্যপালকে কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা অর্পণভাবে ন্যস্ত করা হয়েছে। সেইসব ক্ষমতা তিনি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ ব্যতীত স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন। রাজ্যপাল ২৩৯(২), ৩৭১(২), ৩৭১(ক)-১ এবং ২ নং ধারায় বর্ণিত ক্ষমতা নিজের বিবেচনা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারবেন। সরকারিয়া কমিশনও এই ক্ষমতা অপরিবর্তিত রাখার কথা বলেছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন-

(১) যখন রাষ্ট্রপতি কোনও রাজ্যের রাজ্যপালকে পার্শ্ববর্তী কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করেন (২৩৯-২) তখন রাজ্যপাল রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও সাহায্য ছাড়া নিজ বিবেচনা অনুযায়ী প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করেন।

(২) ৩৭১(ক) নং ধারা অনুযায়ী অসম, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ের রাজ্যপালকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যা তিনি নিজ বিবেচনা অনুযায়ী পালন করেন।

(৩) নাগাল্যান্ডের টিউয়েনসাং জেলার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল নিজ বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করেন।

(৪) সিকিমের রাজ্যপালকে শান্তি-শৃঙ্খলার রক্ষা এবং জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

(৫) ৩৫৬ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল স্ববিবেচনা অনুযায়ী সাংবিধানিক অচলাবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে প্রতিবেদন পেশ করেন। রাষ্ট্রপতির কাছে যে সাময়িক প্রতিবেদন পেশ করেন সে ক্ষেত্রেও নিজের বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করেন।

SEM-II
PLSA-CC-3
MOD-2

রাজ্যপালের অর্ডিনান্স জারীর ক্ষমতা

(১০০ শব্দের মধ্যে) Marks - 10

সংবিধানে রাজ্যপালকে অর্ডিনান্স জারির ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। যখন রাজ্য আইনসভার কোন অধিবেশন থাকে না, তখন আইন প্রনয়নের অসুবিধা দূর করার জন্য রাজ্যপালের হাতে এই ক্ষমতা রাখা একান্ত প্রয়োজন। যে সকল বিষয়ে আইনসভা আইন প্রনয়ন করতে পারে, রাজ্যপাল সেই সকল বিষয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন। এই অর্ডিন্যান্স আইনের মতোই প্রযোজ্য। রাজ্যপাল এই অর্ডিনান্স প্রত্যাহার করতে পারেন। সংবিধান অনুসারে এই অর্ডিনান্স রাজ্য আইনসভার অধিবেশন শুরু হবার পর সভায় পেশ করতে হয়, অধিবেশন শুরু হবার পর ছ'সপ্তাহের মধ্যে যদি ঐ অর্ডিন্যান্স আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, তাহলে ঐ অর্ডিন্যান্স ছ-সপ্তাহের পর বাতিল বলে গণ্য হবে, তবে কতগুলি বিষয়ে অর্ডিন্যান্স ঘোষণার আগে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়, অর্ডিন্যান্স ঘোষণার ক্ষেত্রে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত এবং আদালত বিচার করতে পারে তার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে, অর্ডিন্যান্স জারির ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে রাজ্যপাল সচিয়ে চলতে পারেন।

রাজ্যপালের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা : (Marks - 15)

উত্তর সংকেত : রাজ্যপাল কে? — তার যোগ্যতাবলী — সংবিধান প্রদত্ত তার প্রশাসনিক, আইনগত, আর্থিক ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা — পদমর্যাদার ক্ষেত্রে 2টি ভিন্ন

দিক থেকে আলোচনা করতে হবে — (২) নিয়মতান্ত্রিক
প্রধান ও অন্যদিকে স্বেচ্ছাধীন ও জরুরী-বিষয়ক ক্ষমতার -
অধিকারী।

উপসংহারে - তিনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী কি না?
তার পদমর্যাদা নিয়ে যে বিরোধ দেখা যায় - তিনি রাজনৈতিক
ব্যক্তিত্ব হবেন কি? নাকি নিরপেক্ষ; স্বাধীন বিচক্ষণতা সহ হবেন?

Ref: ভারতের শাসনব্যবস্থার ভূমিকা — অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ।

ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি — অনাদি কুমার মহাপাত্র

(STUDY MATERIAL GIVEN IN W'APP GROUP)